ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৩/১১/২০১৭ ।।

মানব সম্পদকে আরও বিকশিত করে তোলার উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্ব আরোপ

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। রাষ্ট্রের সার্বিক বিকাশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সঠিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানব সম্পদকে আরও বিকশিত করে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি গতকাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আই.এস.আর.টি.-এর আগরতলা একাডেমী ক্লাবের ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, ভারতবর্ষ একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে জনগণের কল্যাণে তাদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করা। এটাই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূল ধারণার লক্ষ্য। মানব সম্পদের সমৃদ্ধির উপরই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অথচ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের দুধ্বটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও দায়িত্ব নিতে চাইছে না। এই দুধ্বটি ক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরিচালনা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এটা হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে তার ভাবনার পরিবর্তন আনতে হবে। এ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য ছোট হলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তা পর্যায়ক্রমে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। এতে সাফল্যও আসছে। মানব সম্পদের উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য আজ দেশকে দিশা দেখাচ্ছে।

তিনি বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রঞ্জন রশ্মির আবিস্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই রশ্মির আবিস্কারের আগে আমাদের অনুমান নির্ভর চিকিৎসার উপর ভরসা করতে হতো। পরবর্তীতে এই রশ্মির আবিস্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। তিনি রঞ্জন রশ্মির ব্যবহার, এর উপকারিতা, অপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, যেখানে পূর্ণরাজ্য লাভের সময় ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ, বর্তমানে রাজ্যের সাক্ষরতার হার ৯৮ শতাংশের উপর। যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। পাশাপাশি গ্রাম ও শহরে সমান্তরালভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে রাজ্যের শতকরা ৯৮ শতাংশ জনগণ সরকারী হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে এসে দেশ তথা মানব সেবায় নিজেদেরকে আরও বেশি করে নিয়োজিত করার আহ্বান জানান। কোনটি ভালো কোনটি খারাপ তার বিচার বিবেচনা করে ভালোর পক্ষে দাঁড়িয়ে খারাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য পরামর্শ দেন।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কে.কে. কুন্ডু, আই.এস.আর.টি. ত্রিপুরা শাখার সচিব সুমন কুমার ঘোষ, এ.জি.এম.সি.-র রেডিয়েশন সেফটি সেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নারায়ণ দত্ত ভৌমিক, ফিজিওথেরাপিস্ট ডা: সব্যসাচী চৌধুরী, আই.এস.আর.টি.-এর সহ-সভাপতি পার্থ জ্যোতি দাস প্রমুখ এই দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিশালগড় ও চড়িলাম ব্লক এলাকায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

বিশালগড়, ১৩ নভেম্বর ।। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশালগড় মহকুমার চড়িলাম ও বিশালগড় ব্লকের বিভিন্ন স্থানে আগামী ১৫ ও ১৬ নভেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ১৫ নভেম্বর শিবির হবে চাম্পামুড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দেশবন্ধু কলোনী, কলকলিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভাটির লামা, চন্দ্রনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ধ্বজনগর, দক্ষিণ চড়িলাম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চৌমুহনী বাজার, রাউথখলা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাঙ্গালিয়া, দক্ষিণ ব্রজপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যপাড়া, অরবীন্দনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অরবীন্দনগর ৩নং, পুরাথল রাজনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পুরাথল রাজনগর ২নং এবং গজারিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিমল নগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে। ১৬ নভেম্বর হবে মধ্য লক্ষ্মীবিল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নমঃপাড়া ১নং, পূর্ব লক্ষ্মীবিল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিব টিলা, কলকলিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শশি দাস পাড়া, চন্দ্রনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পূর্বটিলা, রাউথখলা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পূর্ব জাঙ্গালিয়া, উত্তর ব্রজনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দারোগামুড়া, নবীনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মুকতার হোসেন পাড়া, দক্ষিণ ব্রজনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যপাড়া ২নং, রঘুনাথপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ২নং তেবারিয়া, বাথানমুড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আমতলী, সুতারমুড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মুসলিম পাড়া, বংশিবাড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গোলক কোবরা পাড়া, রামছড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাঙ্গাঁপানিয়া ৫নং, উত্তর চড়িলাম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ফকিরা মুড়া, এবং রাজীব কলোনী, অরবীন্দ নগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গাবতলি, ঘনিয়ামা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহিদ মিঞা হোসেন, প্রভুরামপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বারেক মিঞা, স্বর্ণময়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উত্তর শিবনগর এবং দুর্গানগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কে,কে নগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে।

চড়িলাম আবাসন প্রকল্পে গৃহ

বিশালগড়, ১৩ নভেম্বর ।। চড়িলাম ব্লক এলাকার বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজে সম্প্রতি আবাসন প্রকল্পে ৫৯৪টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৮৪টি, রাজ্য আবাসন প্রকল্পে ২৮৭টি এবং ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ২২৩টি দুঃস্থ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এছাড়া, বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ৩৪৭২টি পরিবারকে। সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্রামগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর ।। সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা সম্প্রতি জিলা পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় । জিলা পরিষদের সদস্যা জেসমিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখর উদ্দীন আহমেদ, স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় জেলা শিক্ষা আধিকারিক জানান, জেলায় ১২০০ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা গুণগতমান শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, জেলার লালসিংমুড়া, থেলাকুণ্ড ও তক্সাপাড়ায় নির্মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ৫ কিলোওয়াটের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বসানোর কাজ শেষ হয়েছে । তাছাড়া চলতি মাসে জেলার ১০টি ব্লক, পুরপরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ১টি করে পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে ।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান, চলতি মাস থেকে সিপাহীজলা জেলার প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া, ৩১ ডিসেম্বর ব্লক ভিত্তিক এবং জেলা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী জানুয়ারী-২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে, ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১ ডিসেম্বর সোনামুড়ায়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সিপাহীজলা জেলা তৃতীয় স্থান অধিকার করে । স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক সভায় জানান, জেলায় মোট ২১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে জেলার সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে । তাছাড়া, চাম্পামুড়া ও দুর্গানগর পঞ্চায়েত এলাকায় আরও দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পে বিভিন্ন কর্মসুচি

বিশ্রামগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর ।। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সিপাহীজলা জেলায় ৩৬৯৩টি স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে ১ কোটি ৭২ লক্ষ ২৮ হাজার ৪০২ টাকা আয় হয়েছে । এর মধ্যে কাঁঠালিয়া ব্লকের ৬২৩টি স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে সর্বাধিক আয় হয়েছে ৪৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৯৪ টাকা । উত্তর পূবাঞ্চল গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পে এই স্ব-সহায়ক দলগুলির কর্মসুচিগুলি বাস্তবায়নে এখন পর্যন্ত ১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে । তাছাড়া, এই প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে জেলার নলছড় ও বিশালগড় ব্লক এলাকার ৫টি করে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১০টি ক্লাষ্টার গঠনের মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মাছের খাদ্য, হেচারী ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি । একই ভাবে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যও ক্লাষ্টারের মাধ্যমে নলছড় ব্লক এলাকায় ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । এর মধ্যে পশুখাদ্য, দুগ্ধ উৎপাদন, দুগ্ধ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি সুবিধা রয়েছে ।

সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উত্তর আগরতলা বিভাগের যৌথ উদোগে ৭৯ টিলাস্থিত বি.আর.সি হলে আয়োজিত ১০ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ৭৯ টিলাস্থিত ছাত্র সংঘের মাঠে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ কৃষ্ণা মজুমদার, সীমা দত্ত গুপ্তা এবং পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পাঞ্চালী ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে এ ধরণের কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতির চেতনায় এবং মূল্যবোধের শিক্ষায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে অভিভাবকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও আলোচনা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শশাঙ্ক চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী রবীন্দ্র-নজরুল ও সুকান্তের সঙ্গীত ও নৃত্য, লোক সঙ্গীত ও নৃত্য, ধ্রুপদী নৃত্য এবং আবৃত্তি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে এলাকার অভিভাবকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ১৩ নভেম্বর ।। রক্তদান জীবনদান-এই আহ্বানকে সামনে রেখে গত ১১ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খোয়াই টি-ই-সি-সি (এইচ-বি-রোড) এর উদ্যোগে খোয়াই জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। জেলা হাসপাতালের সুপার ডা: ধনঞ্জয় রিয়াং এতথ্য জানিয়েছেন।

বিজেপি নেতার সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

আগরতলা, ১১ নভেম্বর ।। বিশালগড়ে বি জে পি-সি পি এম সংঘর্ষ নিয়ে বি জে পি নেতা সুবল ভৌমিক সাংবাদিক সম্মেলনে যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত । আজ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৯ নভেম্বর, ২০১৭ ইং তারিখে বিশালগড়ের ঘটনার সময় আমি রাজ্যেই ছিলাম না । পূর্ব নির্ধারিত তারিখে চিকিৎসার জন্য আমি গত ৮ নভেম্বর, বুধবার কলকাতা যাই এবং রাজ্যে ফিরে আসি ১০ নভেম্বর। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, তাই বিশালগড়ে আমি নিজে উপস্থিত থেকে হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছি বলে বি জে পি নেতা সুবল ভৌমিক সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন তা সর্বৈব অসত্য ও অভিসন্ধিমূলক। রাজ্যের সুস্থ বাতাবরণকে অশান্ত করে তুলতেই বি জে পি এ ধরণের হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত করছে এবং মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে । তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা আশা প্রকাশ করেন-রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাদের কথায় বিভ্রান্ত হবেননা ।

নীতি আয়োগ দেশের গরীব অংশের মানুষের জন্য কাজ করছে না : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। চিকিৎসক ও নার্সদের আন্তরিকতার সাথে জনগনের সেবা ও ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। আজ আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী এসোসিয়েশান অব সার্জনস অব ইন্ডিয়া-র ত্রিপুরা ষ্টেট চ্যাপ্টারের ১৩ তম বার্ষিক সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা এনে জনগনের আস্থা অর্জন করার ক্ষেত্রে অভিষ্ট লক্ষ্য যদি সঠিক হয় তাহলে সফলতা সহজেই আসবে। তবে এটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির ব্যবহার বা কর্মপরিচালনার উপর। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য ছোট হলেও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে নজির গড়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য আজ অনেকটাই এগিয়েছে। আরও এগিয়ে যেতে হবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই দুটি ক্ষেত্রকে বেসরকারী করণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ গঠন করার পরবর্তীতে যেসব নীতি গ্রহন করেছে তার সুফল গরীব অংশের জনগন পাচ্ছেনা। নীতি আয়োগ দেশের গরীব অংশের জনগনের জন্য কাজ করছে না। সর্বত্র সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রবনতায় পরিবর্তন আনতে হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও বেশী উন্নতিকল্পে আরো বেশী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, রাজ্যের গ্রাম শহরে সমান্তরাল ভাবে জনগনকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সংখ্যা বাড়াতে প্রবেশিকা পরিক্ষার ছাড়পত্রে শিথিলতা এনেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আগরতলায় পি জি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও জনগনের মধ্যে নিবিড় সর্ম্পক থাকতে হবে। নিষ্ঠার সাথে কাজের মাধ্যমেই চিকিৎসকদের জনগনের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। চিকিৎসকদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা দরকার। তিনি সার্জনদের দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

জুমেরঢেপায় সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন রাজ্যে উৎপাদিত উন্নতমানের বীজ বহির্রাজ্যে রপ্তানী হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্রামগঞ্জ, ১০ নভেম্বর ।। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই কৃষকদের ভর্তুকীতে সার দেওয়া হচ্ছে । রাজ্যের মোট সেচযোগ্য জমির ৯৮ ভাগ জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বন্যা দুর্যোগ ইত্যাদিতে কৃষকদের সরাসরি কৃষি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে একমাত্র ত্রিপুরাতে। কৃষিজ যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও সহজভাবে কৃষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । আজ নলছড় ব্লকের জুমেরঢেপায় কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে নির্মিত সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই কথা বলেন ।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, দেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল । দেশের ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন । তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত । তাই কৃষক ও কৃষিকাজের সাথে জড়িত সকলের গুরুত্ব সর্বাধিক । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশনের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় জুমেরঢেপায় এই সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে । এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০-৩২ ধরণের সবজী ও ফলের চারা উৎপাদন করে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হবে । এই কেন্দ্রটি গড়ে ওঠার ফলে স্থানীয় কৃষকরা ছাড়াও গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কৃষকরা উপকৃত হবেন । তিনি বলেন, জুমেরঢেপার এই সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্রটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম ও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ১৯তম । আগামী দিনে ধলাই জেলাতেও এই ধরণের আরেকটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা জৈন ইরিগেশনকে উদ্যোগ নিতে বলেন । ধলাই জেলাতে এধরণের কেন্দ্র গড়ে উঠলে ধলাই জেলার কৃষকরা ছাড়াও ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৃষকরা সুবিধা পাবেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের সুবিধার্থে বর্তমানে রাজ্যে উন্নতমানের ধান বীজ, সরিষার বীজ ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে । এমন ৪-৫ ধরণের বীজ উৎপাদনে ত্রিপুরা বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ । ত্রিপুরা থেকে বহি:রাজ্যেও এসব বীজ রপ্তানী করা হচ্ছে । তাছাড়া, নানান কৃষিজ যন্ত্রপাতি ও কৃষি সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে । বর্তমানে ত্রিপুরায় চাহিদার তুলনায় বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে । ত্রিপুরার মোট কৃষি যোগ্য জমির ৫০ ভাগ সেচের আওতায় আনা হয়েছে । অথচ স্বাধীনতার ৭০ বছরে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে মাত্র ৩৬ থেকে ৪০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে । তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য আগামী ৫ থেকে ৭ বছরে রাজ্যের কৃষিযোগ্য জমির ৬০ থেকে ৬৬ ভাগ জমিকে সেচের আওতায় আনা । ভারতবর্ষে ত্রিপুরাই একমাত্র বিনা কর প্রদানের মাধ্যমে সেচের সুবিধা দিয়ে থাকে । রাজ্য সরকার কৃষকদের সাহায্যার্থে বিকল্প নীতি গ্রহণ করেছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যের কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । ক্ষতির পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকারও বেশী । রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করছে ।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বলেন, রাজ্যের কৃষকদের কাছে উন্নতমানের চারা সরবরাহের মাধ্যমে অধিক ফলনের জন্য রাজ্য সরকার এই সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছে । এখানে কৃষকরা চারা উৎপাদনে প্রশিক্ষণ, জমি তৈরী, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ -সুবিধা পাবেন। কৃষকদের থাকার জন্যও রয়েছে একটি অতিথিশালা । তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ১লক্ষ ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে শাক, সবজীর চাষ হয়ে থাকে ।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন কৃষি দপ্তরের সচিব ওয়াই কুমার । তিনি জানান, এই সব্জী উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা । এখানে একবার চারা উৎপাদন চক্রে ৫ লক্ষের মতো চারা উৎপাদিত হবে । এই ধরণের ১০টি পর্যায় চক্রের মাধ্যমে এই উৎকর্ষ কেন্দ্রে ন্যূনতম বছরে ৫০ লক্ষের মত বিভিন্ন উন্নত সব্জী ও ফলের চারা উৎপাদিত হবে ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ এলাকার ৫ জন কৃষকের হাতে বিভিন্ন জাতের সব্জীর চারা তুলে দেন ।

উত্তর তৈবান্দাল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন
রাজ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০নভেম্বর ।। মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে শিক্ষা । এই মূল্যবান সম্পদকে কেউ চুরি করতে পারেনা, বেচা-কেনা করতে পারেনা । এমনকি হস্তান্তরও করা যায়না । রাজ্য সরকার এ রাজ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে । আজ সোনামুড়া মহকুমার উত্তর তৈবান্দাল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একটি রাজ্য যেখানে রাজ্য সরকার বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখে । চলতি অর্থবর্ষে বাজেটে শিক্ষার জন্য শতকরা ২৩ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে । যেখানে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের তরফে বার্ষিক বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র শতকরা আড়াই থেকে তিন টাকা । রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরও অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিদ্যালয়ের জন্য নতুন নতুন পাকাবাড়ী তৈরী করে সেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দিচ্ছি, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার তৈরী করা হচ্ছে এবং বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠও তৈরী করা হচ্ছে । বিদ্যালয় পাকাবাড়ী কিনা সেটা বড় কথা নয়, আসল হচ্ছে লেখাপড়ার পরিবেশ-পরিমন্ডল তৈরী করা । তাই স্কুলে পঠন পাঠন যাতে ভালোভাবে হয় তার জন্য শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে পাঠদান করতে হবে । বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে সুশিক্ষা প্রদান করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে । নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গরিব ছাত্রছাত্রীদেরও বই কিনে দেওয়া হচ্ছে । গত বছর থেকেই বার্ষিক ফল ঘোষণার সাথে সাথেই পরবর্তী ক্লাসের জন্য বইও তুলে দেওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের হাতে । আমরা শিক্ষার জন্য যে সুযোগ প্রদান করছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সে সুযোগ নেই । শুধু তাই নয়, এখন রাজ্যে স্কুল স্তর থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করতে কোনো বেতন দিতে হয়না । ফলে রাজ্যের গরিব জুমিয়া পরিবারের সন্তানরাও এখন বিনা বেতনে কলেজ পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারছে। এছাড়াও স্কুল থেকে কলেজস্তর পর্যন্ত নানা রকমের স্টাইপেন্ডও দেওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার রাজ্যে শিক্ষার যে সুযোগগুলি প্রদান করছে এর সুযোগ অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে ছাত্রছাত্রীদের । ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক-অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার এসব সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কমপক্ষে ৫০ নম্বর পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাশ করতে পারে তার জন্য শিক্ষক অভিভাবকদের সচেষ্ট হতে হবে । এর বেশী পেলে তো আরো আনন্দের বিষয় । ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায় কিনা তার খোঁজখবর রাখতে হবে । পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে কথাও বলতে হবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভালো পড়াশুনা শুধু বেশী নম্বর পাওয়া নয়, আমরা চাইছি ছেলেমেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। তারা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলা করবে, গান গাইবে, নাটক করবে, ছবি আঁকবে এবং শরীর চর্চাও করবে । এইসব কাজের জন্য তাদের উৎসাহিত করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক-অভিভাবকদের পরামর্শ দেন । তিনি আরও বলেন, শিক্ষা আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে । পাশাপাশি তিনি ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক কতগুলি সদগুণের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ছাত্রছাত্রীরা সর্বদা সত্য কথা বলবে, মিথ্যার আশ্রয় নেবেনা, কারোর ক্ষতি করবেনা, বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করবে, সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং ছোটদের ভালোবাসবে । তারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিপন্নদের পাশে দাঁড়াবে । তারা নিজ গ্রাম, শহর, রাজ্য ও দেশকে ভালোবাসবে । নিজের ছেলেমেয়েদের এই সদগুণগুলির শিক্ষা দিতে মা-কেই প্রথম দায়িত্ব নিতে হবে । ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষকদেরও তাদের উপর নজর রাখতে হবে । ছোটবেলা থেকেই এই সদগুণগুলির শিক্ষা দিতে হবে । কারণ চরিত্র গঠনও এক প্রকার শিক্ষা ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনাদের ছেলেমেয়েরা হল দেশের সম্পদ। তারা যদি সৎ ও ভালো হয় তাহলে আপনাদের পাশাপাশি রাজ্যের মঙ্গল এবং দেশের জন্যও মঙ্গল । আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এ রকমই একটা পরিমন্ডল গড়ে তোলা হয়েছে । কিন্তু এটাকে নষ্ট করার একটা চক্রান্ত চলছে। সন্ত্রাসবাদীদের বাঁধানো ৮০ সালের দাঙ্গায় জাতি-উপজাতি উভয় অংশের জনগণই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন ।

বর্তমানে এই পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে । রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। হিন্দু-মুসলীম-খ্রীস্টান বৌদ্ধ সবাই মিলেমিশে উৎসবে আনন্দ উপভোগ করছেন । ধর্ম যার যার উৎসব সবার-এই আহ্বানকে সামনে রেখেই রাজ্যে বর্তমানে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠেছে । কিন্তু এটাকে আবারও নষ্ট করার একটা চক্রান্ত চলছে । ত্রিপুরা রাজ্যকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র চলছে । আলাদা রাজ্যের অবাস্তব দাবীকে উসকে দিয়ে উপজাতিদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে একটা অশুভ শক্তি । রাজ্যের শান্তি-সম্প্রীতি ঐক্য উন্নয়ন ভালো লাগছেনা বলেই এই অশুভ শক্তি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । তাদের উদ্দেশ্য হল রাজ্যের শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করা । আপনারা অতীতে এই প্রকারের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবারও ঐ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করুন । তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং বলেন, তৈবান্দাল এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতি ঘটেছে । বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলেই এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । কিন্তু কিছু অশুভ শক্তি এই উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার চেষ্টা চালাচ্ছে । এরা জাতি-উপজাতির মধ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছে । তাই এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে । অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, মোহনভোগ ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কুঞ্জলীলা মুড়াসিং এবং পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার ।

উল্লেখ্য, ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে ১৬টি, স্টাফ রুম ২টি, কম্পিউটার রুম ১টি, ল্যাবরেটরি কক্ষ ৩টি, ছাত্রছাত্রীদের জন্য কমন রুম রয়েছে ২টি, রান্নাঘর ১টি এবং হলঘর রয়েছে ১টি।